প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করুন

- প্রফেসর ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

কোনো দেশ বা সমাজ কতটা কল্যাণকামী তা নির্ধারণের জন্যে যে কয়টি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয় তার অন্যতম একটি হলো মানবাধিকার। রাষ্ট্রের সুশাসনের ব্যারোমিটার হলো ওই রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতি। এটা সত্যি যে বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়ে আসছে হরহামেশাই। বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনে মানবাধিকারের বিষয়টিকে ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হলেও সে অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সাফল্য রয়েছে সেটা বলা যাবে না। সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার জনগণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রায়ই।

আজকের এ রচনায় সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতিরি ওপর আলোকপাত না করে আমি প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিয়ে কথা বলব। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিয়ে সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন কাজ করে চলেছে। এর ফলে প্রতিবন্ধীরা এখন আগের তুলনায় তাদের অধিকার কিছু বেশি ভোগ করছে। কিন্তু দেশে থাকা প্রতিবন্ধীদের চাহিদা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মনোবেদনার তুলনায় সেটা অনেক কম। তবে আশার কথা হলো বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে বরাবরই সোচ্চার। তিনি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে তার বিশেষ দৃষ্টি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবহেলিত এ গোষ্ঠীকে কতটা এগিয়ে দেবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এক পরিস্যংখ্যানে জানা যায়, বাংলাদেশে দেড় কোটির ওপরে প্রতিবন্ধী রয়েছে। এ বিপুলসংখ্যক প্রতিবন্ধীর জীবনমান উন্নয়নের চিন্তা বাদ দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারব না। আর সে কারণে দেশের সব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের অবাধ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে দেয়া আজ সময়ের দাবি। প্রতিবছর ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও পালিত হয়। দিবসটি পালনের আনুষ্ঠানিকতায় আমরা যতটা 'যথাযোগ্য মর্যাদা' মেনে থাকি প্রতিবন্ধীদের বেলায় আমরা তা কতটা রক্ষা করি? আমরা কি পেরেছি প্রতিবন্ধীদের প্রাপ্য সামাজিক অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তার সুযোগ পুরোপুরি সৃষ্টি করতে? দেশের উন্নয়ন কর্মকারে মূলধারায় প্রতিবন্ধীদের মর্যাদার সঙ্গে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে? আমার মনে হয় দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বীকার করবেন আমরা এ ক্ষেত্রগুলোয় পুরোপুরি সাফল্য পাইনি।

দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ সংরক্ষণের নানামুখী আন্দোলনের কারণে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে র‍্যাম্প স্থাপনের কাজটি অংশবিশেষ হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা স্কুলগুলো আগের তুলনায় কিছুটা উন্নত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর ঘোষণার কিছু উদ্যোগের কথা এবং সরকারের বাজেটে প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০১০ এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের আগের তুলনায় আরো বেশি অধিকার ও সুযোগ দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয়ভাবে। কিন্তু তারপরও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় প্রতিবন্ধীদের তুলনায় আমাদের সব কর্মকাণ্ডে ও পদক্ষেপ অনেক কম। তবে আশার কথা প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও সুরক্ষায় 'প্রতিবন্ধী অধিকার আইন-২০১৩' এরই মধ্যে পাশ হয়েছে। তবে তা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে অতি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় সংসদে তাদের জন্য নির্দিষ্ট আসন বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। আমরা এখনও রাষ্ট্রের মূলধারার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করতে পারিনি। প্রতিবন্ধীদের দেশের অন্যান্য স্বাভাবিক শিশুর সঙ্গে এক স্কুলে পড়তে পারছে না। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের কোটা রাখা হলেও স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে মিলে সরকারি বা বেসরকারি অফিস-আদালতে প্রতিবন্ধীরা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্ম প্রতিষ্ঠান সব ক্ষেত্রেই এখনো প্রতিবন্ধীরা স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে সুযোগ প্রাপ্তিতে অনেক পিছিয়ে আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বা দেশীয় আইন, মানবাধিকার বা ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী ও স্বাভাবিক সবার সমান সুযোগ পাওয়ার কথা। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে আমরা যতটা কাজ করছি তার সুফল পুরোপুরি অর্জন করতে পারছি না ক্ষেত্রটিতে মনোযোগ না দেয়ার ফলে এবং প্রয়োজনীয় মনিটরিংয়ের অভাবে। দেশের প্রতিবন্ধীরা এখন যতটা অধিকার ভোগ করেন তার জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিওর ব্যাপক ভূমিকার কথাটি বলতেই হবে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে তার বিশেষ মমত্ব প্রকাশ করায় এ সরকারের আমলে পরিস্থিতিরি তুলনামূলক উন্নতি হয়েছে। তবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি। এ লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজন আমাদের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান যে শুধু রাষ্ট্র করবে তা নয়, সমাজ ও ব্যক্তির উপরেও রয়েছে এ দায়িত্ব।